শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী [illegible] এর বাণীসমূহের লিখিত পুস্তিকা

সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩৭০
WEEKLY BOOKLET:370

আমীরে আহলে সুন্নাতের নিকট
নবীপ্রেম
সম্পর্কিত ১৪টি প্রশ্নোত্তর

[illegible] ০৪
[illegible] ০৬
[illegible] ০৫
[illegible] ১৪

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী [illegible]

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

আমীরে আহলে সুন্নাতের নিকট নবীপ্রেম সম্পর্কিত ১৪টি প্রশ্নোত্তর

দোয়ায়ে খলিফায়ে আত্তার: হে মুস্তফার প্রতিপালক! যে কেউ ১৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত এই রিসালা "আমীরে আহলে সুন্নাতের নিকট নবীপ্রেম সম্পর্কে ১৪টি প্রশ্নোত্তর" পড়ে বা শোনে নিবে তাকে নবীপ্রেমে কম্পনকারী হৃদয় ও ইশকে নবীতে অশ্রু প্রবাহিতকারী চক্ষু দান করো আর তার মা-বাবাকে বিনা হিসাবে মাগফিরাত দান করো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরুদ শরীফের ফযিলত

রাসূলে করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেন:** যেই মুমিন বৃহস্পতিবার রাতে দুই রাকাত (নামায) এইভাবে পড়বে যে, প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতেহার পর ২৫বার "قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ" পড়বে, এরপর এই দরুদে পাক "صَلَّى اللّٰهُ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّي" এক হাজারবার পাঠ করবে তো আগামী জুম্মার পূর্বে স্বপ্নে আমার যিয়ারত লাভ করবে আর যে ব্যক্তি আমার যিয়ারত করলো তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আল কৃওলুল বদী, ৩৮৩ পৃ:)

www.dawateislami.net

উল্লেখিত দরুদ শরীফের ফযিলতের ক্ষেত্রে শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: যে ব্যক্তি জুম্মার দিন এক হাজারবার দরুদ শরীফ পাঠ করবে তো স্বপ্নে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত করবে অথবা জান্নাতে নিজের স্থান দেখে নিবে, যদি প্রথমবার উদ্দেশ্য পূরণ না হয় তবে দ্বিতীয় জুম্মাতেও এটা পড়ে নিবে, اِنْ شَآءَ الله পাঁচ জুম্মার ভিতরে তার রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত নসিব হবে।
(তারিখে মদীনা, ৩৪৩ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রশ্ন: প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কিভাবে ভালোবাসা উচিত?

উত্তর: নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে নিজের মা-বাবা, সন্তান-সন্তুতি এবং প্রতিটি প্রিয় জিনিসের চেয়েও বেশি ভালোবাসা আবশ্যক।[১] প্রত্যেক জুম্মায় খুতবাতে রযবীয়াতে শুনেন হয়তো:

---

১. হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা, সন্তান সন্তুতি এবং সকল মানুষের চেয়ে প্রিয় না হই। **(বুখারী, ১৭/১, হাদীস: ১৫)** এই পবিত্র হাদীসের টীকায়, শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: একজন পরিপূর্ণ মুমিনের ঈমানের নিদর্শন হলো তার নিকট আল্লাহর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সকল বস্তু এবং সমস্ত মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় ও মহিমান্বিত হওয়া। উক্ত হাদীসে হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অধিক পছন্দনীয় হওয়ার উদ্দেশ্য হলো, অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে উর্ধ্বে মনে করা যে, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনীত দ্বীনকে সাদরে গ্রহণ করা, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের অনুসরণ করা, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সম্মান ও শ্রদ্ধা করা এবং প্রত্যেক ব্যক্তি এবং সমস্ত কিছুকে অর্থাৎ নিজেকে, তাঁর সন্তানদের, তাঁর পিতামাতাকে, তাঁর প্রিয় আত্মীয়স্বজন ও তার সম্পত্তির চেয়ে হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রেজামন্দিকে অগ্রাধিকার দেওয়া, যার অর্থ হলো নিজের সমস্ত প্রিয় বস্তু এমনকি নিজের জান চলে যাওয়ার প্রতিও রাজি থাকবে কিন্তু হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অধিকার সমূহ লঙ্ঘন হওয়াকে সহ্য করবে না। **(আশিআতুল-লুমআত, ১/৫০ সারাংশ)**

www.dawateislami.net

لَا لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَّا مَحَبَّةَ لَه ।।। অর্থাৎ সাবধান! তার ঈমান নেই যে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ভালোবাসে না।

(খুতবাতে রযবীয়া, ৬ পৃ:। দালায়িলুল খয়রাত, ৪৭ পৃ:)

মুহাব্বত কি গাইর কি দিল ছে নিকালো ইয়া রাসূলাল্লাহ
মুঝে আপনা হি দিওয়ানা বানা লো ইয়া রাসূলাল্লাহ

(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৪/৪১৯ পৃ:)

প্রশ্ন: আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ইশকে রাসূলের ব্যাপারে কিছু বলুন।[১]

উত্তর: আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ইশকে রাসূল ছিল অতুলনীয়। যদি কারো সামান্য একটু বুঝতে সক্ষম হয় তবে সে যেনো আ'লা হযরত صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাতের কালাম হাদায়িকে বখশিশ অল্প অল্প করে মুখস্থ করা শুরু দেয় اِنْ شَآءَ الله অনেক বড় আশিকে রাসূল হয়ে যাবে। যেই জিনিসের সাথে রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্পর্ক রয়েছে আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেই জিনিসটির প্রতিও আদব প্রদর্শন করতেন এমনকি তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মদীনার কুকুরের প্রতিও আদব প্রদর্শন করতেন আর সেটার ব্যাপারে তিনি হাদায়িকে বখশিশে পঙতি লিখেছেন যেমন তিনি এক জায়গায় বলেন:

রযা কিসি সাগে তায়্যিবা কে পাও ভী চুমে
তুম অর আহ কে ইতনা দেমাগ লে কে চলে

(হাদায়িকে বখশিশ, ৩৭১ পৃ:)

এই শে'রটির মধ্যে আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজে নিজেকে সম্বোধন করে বলছেন যে, "হে রযা! কখনো তুমি মদীনার কুকুরের পা

১. এই প্রশ্নটি মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত নামক বিভাগের পক্ষ থেকে করা যেটার উত্তর আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه প্রদান করেন।

www.dawateislami.net

চুম্বন করেছো? তুমি কি এটাও জানো না যে, মদীনার কুকুরের পাও চুম্বন করা হয়।” অনেক বিবেকবান লোকদের এরকম শে’র বোঝা আসে না যার কারণে তারা সমালোচনা করতে থাকে। এটি নসিবের বিষয় যে, কেউ সমালোচনা করে আর কেউ আল্লাহ পাকের ওলীর অনুসরণ করে নিজের জন্য জান্নাতের পাথেয় করে নেয়। যেখানে আ’লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মদীনার কুকুরকেও আদব করে থাকেন, তো মদীনা শরীফের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য পশুর কেমন আদব করবেন তাহলে যেসব জিনিস মদীনা ওয়ালার সাথে সম্পর্ক রাখে যেমন সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان, আহলে বাইতে আতহার ও সৈয়দ বংশীদের কি পরিমাণ আদব ও সম্মান করবেন। সাধারণ লোক সৈয়দজাদাদের কি পরিমাণ আদব প্রদর্শন করে থাকে সেটা আমি জানি আর আপনারাও জানেন হয়তো। اَلْحَمْدُ لِله দাওয়াতে ইসলামী ওয়ালারা সৈয়দ বংশীয়দের অনেক আদব প্রদর্শন করেন আর এই সমস্ত আদব আমার আক্বা আ’লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ফয়যান থেকে বন্টন হয়েছে।

মুস্তফা কা ওহ লাডলা পিয়ারা ওয়াহ কিয়া বাত আ’লা হযরত কি
গাউসে আযম কি আঁখ কা তারা ওয়াহ কিয়া বাত আ’লা হযরত কি
সুন্নীউ কি দিলো মে জিস নে তুঝে শময়ে ইশকে রাসূল রওশন কি
ওহ হাবিবে খোদা কা দিওয়ানা ওয়াহ কিয়া বাত আ’লা হযরত কি

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৫৭৫ পৃ:)
(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ১/৩০৩ পৃ:)

প্রশ্ন: যেই ব্যক্তির মদীনা শরীফে যাওয়ার জন্য ব্যাকুলতা হয় না আর না তার হৃদয় নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিরহে ব্যথিত থাকে, তার জন্য কী করণীয়?

www.dawateislami.net

উত্তর: যে ব্যক্তির নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালোবাসায় কান্না আসে না, বিরহের অবস্থা তৈরী না হয় তো সে কান্না করার ভান ধরার চেষ্টা করবে কেননা নেককারদের নকল করাও উত্তম কিন্তু এই কান্না করাটা যেনো লৌকিকতার জন্য না হয়। যে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের চিন্তায় বিভোর রয়েছেন, উম্মতের চিন্তায় অশ্রু বিসর্জন দিয়েছেন, আমাদের স্মরণ করেছেন, দুনিয়াতে তাশরিফ আনার সাথে সাথেই رَبِّ هَبْ لِيْ أُمَّتِيْ **(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা, ৩০/৭১২ পৃ:)** (অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমার উম্মতকে আমাকে দিয়ে দাও, আমাকে দিয়ে দাও, আমাকে দিয়ে দাও।) মুখে জারী ছিলো। সেই আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মিরাজেও উম্মতকে স্মরণ করেছেন। **(সুরুরুল কুলুব বিযিকরিল মাহবুব, ৯৫ পৃ:)** যখন কবরে আনওয়ারে তাশরিফ নিয়ে যান তখনও জিহ্বা মুবারক নড়ছিলো, কানের কাছে গিয়ে শোনা হলো তো امتی امتی। (অর্থাৎ আমার উম্মত আমার উম্মত) বলছিলেন। **(মাদারিজুন নবুয়ত, ২/৪৪২ পৃ:)** আজও امتی امتی। উম্মত উম্মত বলছেন। **(কানযুল উম্মাল, অংশ: ১৪, ৭/১৭৮ পৃ:, হাদীস: ৩৯১০৮)** অনেক সময় বান্দার কানে বেজে উঠে তখন দরুদ শরীফ পাঠ করা মুস্তাহাব। আ"লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেছেন যে, এটি নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতী উম্মতী বলার আওয়াজ। **(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা, ৩০/৭১২ পৃ:)** অনেক সময় এই আওয়াজ আল্লাহ পাক যাকে চান শুনিয়ে থাকেন, সেটার একটি আলামত হলো এই যে, তার কান বাজবে সুতরাং তখন দরুদ শরীফ পড়বেন। যেই নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এত স্মরণ করেছেন, মিযানের আমলের উপর নিজের গুনাহগার উম্মতদের নেকীর পাল্লা ভারী করেছেন আর যখন পুলসিরাত দিয়ে

www.dawateislami.net

গোলাম পার হবে তখন সিজদায় পড়ে رَبِّ سَلِّم اُمَّتِی "অর্থাৎ হে আল্লাহ পাক! আমার উম্মত যেনো নিরাপদে পার হয়" এই দোয়াটি করবেন। **(তিরমিযী, ৪/১৯৫ পৃ:। হাদীস: ২৪৪১ সামান্য পরিবর্তন সহকারে)** এবং সুপারিশ করবেন, সেই নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ভালোবাসা হৃদয়ে কেনো সৃষ্টি হবে না। এইভাবে এসব বিষয়গুলো এবং হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কান্না করার কথাগুলো স্মরণ করুন اِنْ شَآءَ الله হৃদয়ে ইশক সৃষ্টি হবে এবং কান্না করার অবস্থাও সৃষ্টি হবে যেমন মাওলানা হাসান রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর হৃদয়ে নাড়া দেয়ার মতো এই শে'র:

হায়ে পির খন্দাহ বে জা মেরে লব পর আয়া
হায়ে পির ভুল গেয়া রাতো কা রোনা তেরা

(যওকে নাত, ২৫ পৃ:)

খন্দাহ বে জা অর্থ হলো অনর্থক হাসি, লব শব্দের অর্থ হলো মুখ অর্থাৎ মাওলানা হাসান রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজেকে নিজে সম্বোধন করছেন: আফসোস! আমার অনর্থক হাসি চলে আসছে, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপনি আমরা উম্মতের জন্য রাতে যেই কান্না করে থাকেন আমি সেটা ভুলে গিয়েছি, উদাসিনতার শিকার হয়ে গিয়ে আমি হাসছি।" এটাও একটি স্মরণ করার পদ্ধতি। এছাড়াও আশিকানে রাসূলের সংস্পর্শে বসুন, ৭২ নেক আমলের উপর আমল করুন এবং আশিকানে রাসূলের সাথে মাদানী কাফেলায় সফর করুন اِنْ شَآءَ الله ইশকে রাসূলে কান্না করা সৌভাগ্য নসিব হয়েই যাবে। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে তাঁর প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর স্মরণে ক্রন্দনকারী চক্ষু দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

ইয়াদে নবীয়ে পাক মে রুয়ে জু ওমর ভর
মাওলা মুঝে তালাশ উসি চশমে তর কি হে

(যওকে নাত, ১৪৪ পৃ:)
(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ১/৩৮৫ পৃ:)

প্রশ্ন: আমি একটি বেকারিতে কাজ করতাম, ওখানে ১২ রবিউল মাসে নালাইন মুবারকের কেক বানানো হতো, অনেক কেকের উপর "اَللّٰه" অথবা "মুহাম্মদ مُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم" নাম লিখা হতো, লোকেরা ঐসব কেক ঘরে নিয়ে ছুরি দিয়ে কাটতো। আমার প্রশ্ন হলো এমন করা কি ঠিক নাকি ভুল? এবং নাম লিখকদেরও কি গুনাহ হবে নাকি হবে না?

উত্তর: কেকের উপর লিখার ব্যাপারে অনেকবার আশিকানে রাসূলদের বুঝিয়েছি। অনেক লোক এখন আর এরকম করে না তারপরও এরকম করে তো তাদেরকে বুঝানো উচিত যে প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম মুবারক চুম্বন করে থাকে, ফ্রেম বানিয়ে লাগিয়ে থাকে, তাঁর নামে প্রাণ উৎসর্গ করে অতঃপর এই পবিত্র নামটিকে কেকের উপর লিখে হাতে ছুরি নিয়ে থাকে। আপনার ইশকের কী হয়ে গেলো? ভেবে দেখুন তো আসলে আপনি কী করছেন? আমার তো এটা বলতেও ভালো লাগছে না যে, আমি কোন শব্দে এগুলো বর্ণনা করবো। এরপর এই নালাইনে পাক যেটা আমরা মাথার উপর রাখি আর আশা করি:

জু সার পে রাখনে কো মিল জায়ে না'লে পাকে হুযুর
তো পির কেহেগেঁ কে হ্যাঁ তাজেদার হাম ভী হে

(যওকে নাম, ১৮৮ পৃ:)

www.dawateislami.net

নকশে নালাইনে পাকের মাহাত্মের উপর কুরবান! আশিকানে রাসূল খুবই ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারবেন যে না'লে পাকের কতো শান ও আযমত তারপরও জানি না কিছু লোকের কী হয়ে যায় যে, সেটাকে কেক বানিয়ে হাতে ছুরি নিয়ে থাকে। এমন করা বেয়াদবি সুতরাং এই বেয়াদবি থেকে বেঁচে থাকা প্রয়োজন কেননা বা আদব বা নসিব।

(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ২/৩৯৯ পৃ:)

প্রশ্ন: মাদানী চ্যানেলে আপনার মক্কায়ে মুকাররমা ও মদীনায়ে মুনাওয়ারায় হাযিরির দৃশ্যাবলি তো আমরা দেখেছি কিন্তু মুয়াজাহা শরীফে আপনার হাযিরি দেয়ার দৃশ্য আমরা দেখি নাই এই ব্যাপারে কিছু বলুন।

উত্তর: অনেক বছর হয়েছে আমি মুয়াজাহা শরীফে হাযিরি দিই না কেননা আমি নিজে নিজেকে এটার উপযুক্ত মনে করি না যে আমি হাযির হবো এইভাবে একেকজনের একেক চিন্তাধারা হয়ে থাকে।

মুয়াজাহা শরীফে হাযিরি না দেয়া বুযুর্গ

প্রসিদ্ধ সুন্নী আলিমে দ্বীন ও আশিকে রাসূল হযরত আল্লামা ইউসুফ নাবহানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যিনি সায়্যিদি কুতবে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সময়কার বুযুর্গ, তাঁর ব্যাপারে হযরত আল্লামা মুহাম্মদ শরীফ কোটলাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, আমি মসজিদে নববী শরীফের দরজা বাবুস সালামে একজন নুরানী চেহারা বিশিষ্ট বুযুর্গকে দেখেছিলাম, একবার আমি সেই বুযুর্গের সাথে সাক্ষাত করলাম আর নিজের পরিচয় দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম: আপনাকে শুধু এখানেই দেখি আমি আপনাকে মুয়াজাহা শরীফে যেতে কখনো দেখি নাই। তিনি বললেন: এটা নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর

www.dawateislami.net

দয়া যে, আমাকে তাঁর দরজা পর্যন্ত আসার অনুমতি দিয়েছেন আর আমি দরজা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছি, আমি মুয়াজাহা শরীফে এজন্য আসি না কারণ কুকুরের কাজ হলো দরজা পাহারা দেয়া সে ঘরের ভিতরে যায় না, এইভাবে তিনি ইশক ভরা উত্তর দিয়েছিলেন।

(জাওয়াহিরুল বাহার, ১০ পৃ:, মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৩/২৩৩ পৃ:)

প্রশ্ন: এই আশা করা কেমন যে নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মতো আমার বয়স ৬৩ বছর হোক?

উত্তর: সমান সমান হওয়ার আশা করিয়েন না, সামান্য কম করুন। আমিও এই আকাঙ্খা করেছিলাম এবং বার বার এটা প্রকাশ করেছিলাম কিন্তু আমি এখন সেই বয়স অতিক্রম করে ফেলেছি, "যেটা মালিকের ইচ্ছা", আশা করার মধ্যে কী আসে যায়! এটা ইশক ও ভালোবাসার বিষয়। **(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৪/১৮১ পৃ:)**

প্রশ্ন: ইশকে রাসূল নিয়ে বেঁচে থাকার অর্থ কি?

উত্তর: মানুষ তার মা-বাবাকে ভালোবাসে আর ভালোবাসাই উচিত। একইভাবে সন্তান সন্ততিদেরকেও ভালোবাসে তাই তো তারা তাদেরকে উপার্জন করে আহার করিয়ে থাকে, ঈদের দিন ভালো ভালো ও দামি কাপড় পরিধান করায়, তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে, যেন নিজের সবকিছু সন্তানদের জন্য কুরবান করে দেয় তাহলে আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবিব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে নিজের সন্তান-সন্তুতি, মা-বাবা, নিজের মাল ও দৌলত ও দুনিয়ার প্রতিটা বস্তুর চেয়ে বেশি ভালোবাসা দরকার। **(বুখারী, ১/১৭ পৃ:, হাদীস: ১৫)** যখন আমরা নিজেদের সন্তানদের জন্য এতকিছু করি তো প্রিয় নবী

www.dawateislami.net

صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সন্তুষ্ট করার জন্য কী করা প্রয়োজন। ভালোবাসা যখন বৃদ্ধি পায় আর অনেক বেশি হয়ে যায় তখন সেটাকে ইশক বলে থাকে। **(ইহয়াউল উলুম, ৫/২৯ পৃ:। ইহউয়াউল উলুম (অনুবাদকৃত) ৫/৬৮ পৃ:)** আমাদেরকে ইশকে রাসূল নিয়ে জীবন অতিবাহিত করা উচিত আর ইশকে রাসূলের উচ্চ মর্যাদা হলো নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ধরন ও তাঁর আদর্শ অনুসরন করা, তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করা ও তাঁর সুন্নাতের উপর চলা, তাঁর বিধানের উপর আমল করা। যেমন নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নামাযের হুকুম দিয়েছেন সুতরাং নামায পড়া, রোযা রাখতে বলেছেন তো রোযা রাখা, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে বলেছেন সুতরাং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা, সুন্দর চরিত্র ও উত্তম আদর্শের সাথে জীবন অতিবাহিত করা। এসব কাজ সম্পাদনকারী সাধারণত সত্যিকার আশিকে রাসূল। নতুবা যে গুনাহগার সেও আশিকে রাসূল হতে পারে। **(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৪/১৮২ পৃ:)**

প্রশ্ন: প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক উটনীর নামের সাথে رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ লিখা যাবে?

উত্তর: مَاشَآءَالله খুব চমৎকার প্রশ্ন। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উটনী মুবারকের নাম ছিলো "কসওয়া"। **(তাফসীরে রুহুল বয়ান, পারা: ১৪, সূরা নাহল, আয়াতের পাদটীকা: ৭, ৫/৮ পৃ:)** এটি বড় আশিকে রাসূল উটনী ছিলো। যখন প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাহ্যিক ওফাত হলো তখন এই উটনী ঘাস খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলো, না আহার করতো আর না পান করতো, এইভাবে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থেকে সে হুযুর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালোবাসায় জান দিয়ে দিয়েছে। **(তাফসীরে রুহুল**

বয়ান, পারা: ১৪, আয়াতুল কুরসী, ৫/৮,৯ পৃ:) পশুদের জন্য বাধ্যবাধকতা ও শরীয়তের বিধি নিষেধ নেই, **(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা, ১৬/৩৮২ পৃ:)** তাদের না গুনাহ হয় আর না সাওয়াব পায়। "رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ" এটি একটি দোয়া, এটার অর্থ: "আল্লাহ পাক তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন।" সাহাবায়ে কেরামদের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان নামের সাথে এই বাক্যটি অধিকহারে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ওলীদের নামের সাথেও ব্যবহার করতে কোন সমস্যা নেই, এই অবস্থায় এই বাক্যের অর্থ হবে: "আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন।" **(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা, ২৩/৩৯০ পৃ:)** সাহাবায়ে কেরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان যদিওবা জান্নাতী কিন্তু তারপরও তাঁদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতে কোন অসুবিধা নেই, **(খাযায়িনুল ইরফান, পারা: ২৮, সূরা হাশর, আয়াতের পাদটীকা: ১০, ১০/৭৭ পৃ:)** বরং পবিত্র কুরআনেও এর আলোচনা রয়েছে। **(সিরাতুল জিনান, পারা ২৮, সূরা হাশর, ১০,১১ নং আয়াতের পাদটীকা, ৭৭ পৃ:)** পশুদের সাথে "رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ" বলা হয় না। যদি কেউ বলে তবে মানুষ তাকে নিয়ে মজা করবে, হাসাহাসি করবে, সে বিভ্রান্তের শিকার হবে আর অবাক হবে। এমন কোন কাজ শরীয়ত পছন্দ করে না যেটা মানুষের মধ্যে অনর্থক আলোচনার বিষয় হয়। এসব বিষয় থেকে বেঁচে থাকা উচিত যেটা শুনতে খারাপ লাগে, এইভাবে সমস্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে। **(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৪/২০৭ পৃ:)**

প্রশ্ন: হৃদয়ে ইশকে রাসূল কিভাবে বৃদ্ধি করা যেতে পারে?

উত্তর: প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উপর অধিকহারে দরুদে পাক পাঠ করা ইশকে রাসূল বৃদ্ধি করার সর্বোত্তম মাধ্যম। এছাড়া তিনি আমাদের উপর যে অনুগ্রহ করেছেন সেই বিষয়ে চিন্তা করতে থাকার

www.dawateislami.net

দ্বারাও ভালোবাসা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে যে, আমাদের প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উম্মতের ক্ষমার জন্য কান্না করতেন। **(মুসলিম, ১০৯ পৃ:, হাদীস: ৪৯৯)** অথচ কে কারো জন্য কাঁদে اِنْ شَآءَ الله কবরের মধ্যেও তাঁর সাথে থাকবো, তাঁর অনুগ্রহের ছায়াতলে থাকলে মৃত্যুর সময়ও জালওয়া দেখাবেন, এমনকি কিয়ামতের দিন পুলসিরাত দিয়ে উম্মত পার হবে আর তিনি আল্লাহ পাকের দরবারে رَبِّ سَلِّم! رَبِّ سَلِّم! বলে আরয করবেন হে আল্লাহ! আমার উম্মত যেনো নিরাপদে অতিক্রম করে। **(মুসলিম, ১০৬ পৃ:, হাদীস: ৪৮২)** যেখানে আমল পরিমাপ করা হবে ওখানে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর গোলামদের নেকীর পাল্লা ভারী করবেন। **(তিরমিযী, ৪/১৯৫ পৃ:, হাদীস: ২৪৪১)** সেখানেও দোয়া করবেন, তদ্রুপ সুপারিশও করবেন। সুতরাং এইভাবে নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুগ্রহ এত পরিমাণ যে, আমরা গণনাই করতে পারবো না, এসব অনুগ্রহগুলো স্মরণ করার দ্বারাও ভালোবাসা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। আ'লা হযরতের ভাই হযরত মাওলানা হাসান রযা সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর একটি শে'র:

শুকর এক করম কা ভী আদা হো নেহী সাকতা
দিল তুম পে ফিদা জানে হাসান তুম পে ফিদা হো

(যওকে নাত, ১৪৪ পৃ:) (মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৫/২২৫)

প্রশ্ন: এই পঙক্তির ব্যাখ্যা করে দিন:

জিসে মিল গেয়া গমে মুস্তফা, উসে জিন্দেগি কা মযাহ মিলা
কভী সাইলে আশক রাওয়া হুয়া কভী আহ দিল মে দবী রাহি

উত্তর: এই পঙক্তির অর্থ হলো, যার নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইশক নসিব হয়েছে তার নবীর বিরহ বেদনা নসিব হয়ে গেলো যেন তার

www.dawateislami.net

জীবনের স্বাদ নসিব হয়ে গেলো কেননা ইশকে রাসূলের জীবনই হলো আসল জীবন, কখনো নবীপ্রেমে অশ্রু প্রবাহিত হলো বা কখনো হলো না কিন্তু হৃদয়ে ভালোবাসা তো গেঁথে রইলো। মাওলানা হাসান রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন:

এ আহ! মেরে দিল কি লাগি অর না বুঝতী
কিঁউ তু নে ধুওয়াঁ সিনা সূযাঁ ছে নিকলা

(যওকে নাত, ৬০ পৃ:)

অর্থাৎ আহ শব্দটি বাহিরে নির্গত হলো শীতল হয়ে গেলো, তো হে আহ! তুমি বের হচ্ছো কেনো? যদি বের না হতে তবে সেটা আরো প্রজ্জ্বলিত হতো, অতঃপর বলতে যে, ইশকে জ্বলে বক্ষ থেকে তুমি ধোয়া কেনো বের করে দিয়েছো আর যদি হৃদয় জ্বলতে থাকতো তবে সেটার স্বাদই ছিলো অন্যরকম। **(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৮/২৫ পৃ:)**

প্রশ্ন: মানুষ কিভাবে নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রেমিক হতে পারবে?

উত্তর: যার প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি করতে চান তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জেনে নিন। আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহ পাকের দানক্রমে অনেক গুণাবলির সমাহার, তাঁর যতো গুণাবলি সম্পর্কে জানতে পারবেন ততবেশি ইশকে রাসূল বৃদ্ধি পাবে, সুতরাং তাঁর জীবনী অধ্যয়ন করুন আর প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দ্বীনের খাতির করা ত্যাগসমূহ ও উম্মতের প্রতি তাঁর সহানুভূতির সম্পর্কে জানুন اِنْ شَآءَ الله ইশকে রাসূল বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া বেশি পরিমাণে দরুদ শরীফ পাঠ করুন اِنْ شَآءَ الله ইশকে রাসূল বাড়বে। সরকারে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একটি ব্যবস্থাপত্র এটাও বলেছেন যে

www.dawateislami.net

"সুললিত কণ্ঠ সম্পন্ন ক্বারীর মাধ্যমে কুরআনে পাক শোনার দ্বারা আল্লাহ পাকের ভালোবাসা বৃদ্ধি হয় আর সুন্দর কণ্ঠের অধিকারী নাত খাঁ দ্বারা নাত শরীফ শুনলে ইশকে রাসূল বৃদ্ধি পায়।" **(মলফুযাতে আ'লা হযরত, ১৭৩ পৃ:)** নাতও সেটা শুনবেন যেটা শরীয়ত অনুযায়ী হবে যেমন আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এমন আশিকে রাসূল যে, তাঁর কলম থেকে নির্গত হওয়া প্রতিটি পঙক্তি বরং প্রতিটি শব্দ ইশকে রাসূলে পরিপূর্ণ হয়ে থাকে, এমন কালাম শোনার দ্বারা হৃদয়ে ইশক বৃদ্ধি পাবে যদিও বুঝে না আসে তখনো হৃদয় শান্ত থাকবে যে, তার কালাম শরীয়ত অনুযায়ী বুঝে আসুক বা না আসুক। আমি এটা তাদের জন্য বলছি যারা সরকারে আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে জানে। সাধারণত অন্যের কালামের মধ্যে এই বিষয়টি থাকে না। আ'লা হযরতের ভাই, হযরত শাহেনশাহে সুখন মাওলানা হাসান রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ, শাহজাদায়ে আ'লা হযরত, হুযুর মুফতি আযম হিন্দ মাওলানা মুস্তফা রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও অন্যান্য ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের লিখিত কালাম পড়া বা শোনার দ্বারাও اِنْ شَآءَ الله ইশকে রাসূল বৃদ্ধি পাবে।

(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ১০/১০২ পৃ:)

প্রশ্ন: রাসূলের শানে বেয়াদবি সম্বলিত ভিডিও দেখা ও শেয়ার করা কেমন?

উত্তর: রাসূলের শানে অবমাননা মূলক কার্টুন বা ভিডিও দেখা উচিত নয় আর না অন্যজনকে পাঠানো উচিত। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি আজ পর্যন্ত কখনো এমন ভিডিও দেখিনি আর না দেখার চেষ্টা করেছি। একটু চিন্তা করে দেখুন! যদি কেউ আমাদের বাবার কার্টুন অথবা ভিডিও ক্লিপ বানায় তবে কি আমরা সেটা দেখা পছন্দ করতে পারি? কখনো নয়! তাহলে

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যাঁর উপর আমাদের পরিবার পরিজন ও মা-বাবা উৎসর্গ, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শানে বেয়াদবি মূলক ভিডিও দেখা ও অপরকে পাঠানো আমাদের ইশক কিভাবে পছন্দ করতে পারে? আমরা তো রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রশংসা শুনি, সামান্যতম ত্রুটিমূলক কথা শুনতেও আমার কান বধির, কেননা মাহবুবের শুধুমাত্র বৈশিষ্ট্য অবলোকন করা হয়ে থাকে আর আমাদের মাহবুব তো এমনই যাঁর মধ্যে বৈশিষ্ট্য ব্যতীত কিছুই নেই। আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন:

ওহ কামালে হুযুর হে কে গুমানে নকসে জাহা নেহী
ইয়েহি ফুল খার ছে দূর হে ইয়েহি শমআ হে কে ধূয়া নেহী

(হাদায়িকে বখশিশ, ১০৭ পৃ:) (মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ১০/৩৭৩ পৃ:)

প্রশ্ন: যখন নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম আসে তখন আঙ্গুল কেনো চুম্বন করা হয়? **(এই প্রশ্নটি মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বিভাগ থেকে করা হয় যার উত্তর আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه প্রদান করেন।)**

উত্তর: নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম মুবারক শুনে আঙ্গুল চুম্বন করা জায়িয এতে কোন সমস্যা নেই, সাধারণত আযানে আঙ্গুল চুম্বনের বিভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে। এটি এমন বিষয় যেটার উপর দলিল পেশ করার প্রয়োজনই নেই। যখন কোন শিশুকে ভালো লাগে তো তাকে চুম্বন করা হয়ে থাকে, কুরআন আমাদের ভালো লাগে তো সেটাকে চুম্বন করে নিই, এইভাবে মা-বাবা ও ওলামাদের হাত-পা চুম্বন করা হয়ে থাকে, তখন এই বিষয়টি মাথায় আসে না যে এটার দলিল কী? প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম শুনে আঙ্গুল চুম্বন করলে শয়তান কুমন্ত্রণা দেয় যে এটার দলিল কী? আ'লা হযরত

www.dawateislami.net

رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه এই প্রসঙ্গে একটি " মুনীরুল আইনি ফি হুকমি তাকবীলিল ইবহামাইনি " নামক রিসালা লিখেছেন যেটাতে আঙ্গুল চুম্বন করার অনেক দলিল উল্লেখ করেছেন এবং নামাযের আহকামে "ফয়যানে আযান" নামক একটি রিসালাও রয়েছে যেটাতে আঙ্গুল চুম্বন করার কিছু দলিলাদি বিদ্যমান রয়েছে।

ইশক দে জ্বল্লে ই নম্বর লে গেয়ে
আকল মন্দাঁ ই ইউ ওমরা গালিয়াঁ

'অর্থাৎ যেই ইশক শরীয়তের সীমার মধ্যে থাকে এমন ইশক সম্পন্ন কারী সামনে অগ্রসর হয়ে গেছে। এরদ্বারা বর্তমান সুফিরা উদ্দেশ্য নয় যারা ফকির বেশে নেশা করে থাকে আর বলে: "আমরা পৌঁছে গিয়েছি, আমরা আশিক" এমন লোক শুধুমাত্র শয়তানের আশিক হতে পারে কেননা যে রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আশিক হবে সে কখনো শরীয়তের পরিপন্থী কাজ করবে না। **(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ১০/৩৯৯ পৃ:)**

প্রশ্ন: বর্তমানে দূর্ভাগ্যক্রমে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শানে مَعَاذَ الله অবমাননামূলক কার্টুন বানিয়ে সারা বিশ্বের মুসলমানদের মনে আঘাত করা হচ্ছে! এটা বলুন যে আমরা সেই কার্টুন প্রস্তুতকারীদের কিভাবে বয়কট করবো আর এমন কোন আমল করবো যেটা আমাদের প্রশান্তির মাধ্যম হবে?

উত্তর: মুসলমানরা আমলীভাবে দূর্বল হয়ে যাচ্ছে আর বেয়াদবে রাসূল চায়না যে মুসলমানগণ আমলীভাবে মজবুত হয়ে যাক সুতরাং আমাদের তাদের বয়কট করা উচিত যদি এই মানসিকতা হয় তবে সারা বিশ্বে "ফয়যানে ইশকে রাসূল" নামক মসজিদ বানান আর গুস্তাখ তথা বেয়াদবদের জানিয়ে দিন যে, তোমরা যতো বেয়াদবি

www.dawateislami.net

করবে اِنْ شَآءَ الله আমরা ততো বেশি মসজিদ বানাবো আর সেগুলো আবাদ করে তোমাদের আমলী বয়কট করবো! এবং যদি সম্ভব হয় আগামীতে যেসব জামেয়াতুল মদীনা প্রতিষ্ঠা করা হবে তার মধ্যে কয়েকটির নামও এটি রাখবেন যেহেতু সমস্ত জামেয়াতুল মদীনার যদি একই নাম রাখা হয় তাহলে পার্থক্য করতে সমস্যা হয়ে যাবে সুতরাং মজলিস নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী কিছু কিছু জামেয়াতুল মদীনার এই নাম রাখুন। সাধারণত যখন এরকম মনে আঘাত দেয়ার মতো ঘটনার সম্মুখিন হয় তখন মুসলমানরা খুবই রাগান্বিত ও উত্তেজিত হয়ে থাকে, হতে পারে অতি উৎসাহে মসজিদ নির্মাণ করারও নিয়্যত করে নিলো কিন্তু পরবর্তীতে শয়তানের কুমন্ত্রণায় পড়ে বিভিন্ন ধরনের বাহানা বানিয়ে এটা থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়, সুতরাং নিয়্যত করার সাথে সাথেই টাকা আলাদা করে নিন যে, এগুলো মসজিদের জন্য, অতঃপর যখন এলাকায় মসজিদ নির্মাণ করা হবে তখন তাতে আমি অবশ্যই অংশ নিবো। আল্লাহ পাক বেয়াদবদেরকে হিদায়ত দান করুক তারা যেনো বেয়াদবি ছেড়ে দিয়ে আশিকে রাসূল হয়ে যায়। মনে রাখবেন! গুস্তাখে রাসূলদের সাথে ইসলামের কোন নূন্যতম সম্পর্ক নেই যদিওবা তারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে থাকে বরং নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শানে বিন্দু পরিমাণ কটুক্তিকারীও কাফির ও মুরতাদ এবং তার বিবাহ ভেঙ্গে যাবে। **(বাহারে শরীয়ত, ২/৪৬৩ পৃ:, অংশ: ৯)** সে সর্বদা জাহান্নামে থাকবে, তার দুনিয়া ও আখিরাত উভয়টি বরবাদ।

(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ১০/৪০৫ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net